



অবিলম্বে অনার্সের ফল প্রকাশ করুন

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কলেজ থেকে ১৯৮৬ সনের (স্নাতক) অনার্স পরীক্ষা দেই। আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১০ই জুলাই, ১৯৮৮ সালে। কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হতেই প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে এক মাস বন্ধ থাকে। বন্ধের পর আবার বিভিন্ন তারিখে “নি এ্যান পলিটেকনিক”

ছাত্রভর্তি

বর্তমানে সিজাপুরের “নি এ্যান পলিটেকনিকের” নিম্নলিখিত বিভাগগুলোতে “তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ওলোতে” জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র, নাগরিকত্ব নারী-পুরুষ, বয়স নিবিশেষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে: (১) বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট, (২) বিল্ডিং সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ারিং, (৩) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৪) ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, (৫) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৬) পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, (৭) শীপ-বিল্ডিং ও অফিসের ইঞ্জিনিয়ারিং, (৮) বিজিনেস টাউজ, (৯) এন্ড্রিস-টেকনিক, (১০) বায়ো টেকনোলজি।

এই ইনস্টিটিউট থেকে পাস করতে পারলে ‘বর্তমানে’ সিজাপুরে চাকরি সুনিশ্চিত। মাসি ফরচ, টিউশন ফি, বৃত্তি, টাউন লোন, হোষ্টেলের সুবিধা ইত্যাদি কোন কিছু জানতে হলে সরাসরি এ্যাডমিশন অফিসারকে চিঠি দিতে হবে। আগামী ভর্তি না হয়ে কারো উপদেশেই, কোনক্রমেই এদেশে যাওয়া উচিত নয়। কারণ গেলেই ও পরবর্তীতে করলেই ভর্তি হওয়া যাবে, এ গ্যারান্টি কেউই দিতে পারে না।

আগ্রহী প্রার্থীগণ আবেদনপত্র ও অন্যান্য খবরাদির জন্য (এখন সার্টিফিকেটসমূহের কোন ফটোকপি পাঠাতে হবে না অথবা পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে হবে না। তবে, অবশ্যই ইংরেজীতে তরজমাকৃত মার্কশীটসমূহের ফটোকপিগুলো পাঠাতে হবে) নীচের ঠিকানায় সন্ধানের সম্পূর্ণ ইংরেজীতে চিঠি দিতে পারেন। (এই চিঠি সিজাপুর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক ‘দি ট্রেটস টাইমস’ পত্রিমা বিজ্ঞাপনদ্বারা লিখছেন, একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে) (ক) এ্যাডমিশন অফিসার নি এ্যান পলিটেকনিক (NGEE ANN POLYTECHNIC), সিজাপুর-২১৫৯।

পুনঃ (১) দৈনিক সংবাদ-এর এই সংখ্যাটি কেউ আমাকে পাঠালে বাধিত হবে।

ডাঃ আবুল হাসান (বলু), এম. বি. বিএস, কেমার অব পোস্ট মাস্টার, সিজাপুর-০১০৪, এশিয়া।

পরীক্ষা নেয়া হয় পূর্ণাঙ্গভাবে ও আমাদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয় অক্টোবর মাসের মধ্যে। এখন প্রশ্ন জাগে, জুলাই থেকে প্রায় আর এক জুলাই আগতে লাগল অথচ আমরা এখনও রেজাল্ট পেলাম না। প্রায় ২ মাস আগেই বিভিন্ন মাধ্যমে জেগেছি যে, আমাদের বাঁতা দেখা শেষ হয়েছে। কিন্তু কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ফল প্রকাশ করতে বিলম্ব করছেন তা ভাবতে পারছি না। প্রশাসনিক ভবনে খোঁজ নিলে তারা বলেন, বিভাগের কথা। আবার বিভাগীয় অফিস অনেক সময় প্রশাসনিক অফিসের ওপর নানা দোষ চাপান। এতদিন বসে থেকে আমাদের জীবনের যে মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে তা কি কর্তৃপক্ষ একবারও ভাবেন? কর্তৃপক্ষকে আমাদের ১৯৮৬ সালের (স্নাতক) অনার্স পরীক্ষা ফল অবিলম্বে প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষে--
অনুপ (পদার্থ বিদ্যা), ঢাকা কলেজ
ঢাকা এবং অন্য ৭ জন।

54